শ্রীদণ্ডাত্মিকাসেবা
শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীপাদ বিরচিতম্
দিবালীলা
প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরাধা ঠাকুরাণী।
দন্তধাবনাদি ক্রিয়া করিলা আপনি।।
উদ্বর্ত্তনাদি দিয়া সখী করাইল স্নান।
তবে বেশভূষা করাইল পরিধান।।
এইকার্য্যে শ্রীমতীর এক দণ্ড যায়।
উৎকণ্ঠিত চিত্ত কৃষ্ণ দর্শন আশায়।।
কৃষ্ণ লাগি রন্ধন করিতে নন্দীশ্বর।
পথে যাইতে একদণ্ড হয় অতঃপর।।
দুইদণ্ড কাল যায় রন্ধন ক্রিয়ায়।
আর দণ্ড যায় কৃষ্ণভোজন লীলায়।।
অষ্টম দণ্ডেতে রাধার প্রসাদ সেবন।
অবশেষ পাই তবে সর্ব্ব সখীগণ।।
অষ্ট দণ্ডোত্তরে কৃষ্ণের গোষ্ঠযাত্রা হয়।
দশ দণ্ডে যান রাধা আপন আলয়।
একাদশ দণ্ডে রাধা শ্বশ্রূ আজ্ঞা লঞা।
সূর্য্য পূজা সজ্জা কৈলা অতি ব্যস্ত হঞা।।
তিন দণ্ড সূর্য্যকুণ্ড যাইতে যায় কাল।
সূর্য্যের মন্দিরে রাখে পূজাদ্রব্য জাল।।
পুষ্প তুলিবারে যায় সখীগণ লৈঞা।
রাধা কুণ্ড যায় কৃষ্ণ দর্শন লাগিয়া।
দুই দণ্ড যায় রাই নিজ কুণ্ড তীরে।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন কৈল স্বকুঞ্জ কুঠিরে।।
শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করি মালা চন্দন দিলা।
দেহ প্রেমে গরগর, আনন্দ বাড়িলা।।
তবে নানা কৌতুক করিলা দুইজন।
হিন্দোলায় দুহে দোলে আনন্দিত মন।।
সখীগণ লঞা করে তবে রসকেলি।
কুঞ্জ মাঝে বিহরেণ দুহে পাশা খেলি।।
কৃষ্ণ হারিলেন খেলিতে রাই সনে।
কৃষ্ণ বলে বিকাইলাম তোমার চরণে।।
তবে কৃষ্ণ মিষ্ট অন্ন ভোজন করিলা।
সখীগণ লৈঞা রাই অবশেষ পাইলা।।
তবে দুঁহে প্রবেশিলা শ্রীমণিমন্দিরে।
রসের বিলাস কৈলা প্রফুল্ল অন্তরে।।
এই রূপে বিলাস রসে যায় ছয় দণ্ড।
বাইশ দণ্ডে উত্তরে রাই যান নিজকুণ্ড।।
দুইদণ্ড সূর্য্যালয়ে করিতে গমনে।
তবে এক দণ্ড যায় সূর্য্য আরাধনে।।
তদন্তরে সখী সঙ্গে রাই গৃহে যান।
পথে চারি দণ্ড লাগে করিতে প্রয়াণ।।
গৃহে গিয়া রাই তবে স্নান সমাপিয়া।
সূর্য্যের প্রসাদ পান সখীগণ লৈঞা।।
প্রসাদ পাইতে রাধার যায় একদণ্ড।
কৃষ্ণে দেখি পাক কৈলা অমৃতের খণ্ড।।
পক্কান্ন মিষ্টান্ন সব কৃষ্ণের লাগিয়া।
তুলসীর হাতে দেন তাহা পাঠাইয়া।।
একত্রিশ দণ্ডে রাই বিরলে বসিয়া।
মালা গাঁথে সুখে তবে কৃষ্ণের লাগিয়া।।
চন্দন ঘর্ষণে আর তাম্বূল সজ্জায়।
সন্ধ্যা আসি উপনীত এই সব ক্রিয়ায়।।
এই বত্রিশ দণ্ড হইল দিবা লীলা।
সন্ধ্যাকালে রাই কিছু বিশ্রাম করিলা।।
--ঃ ইতি দিবালীলা সমাপ্তঃ--
রাত্রিলীলা
দুই দণ্ড শ্রীরাধার সজ্জায় শয়ন।
তবে দুই দণ্ড রাধার হয়ত রন্ধন।।
ছয় দণ্ড পরে কৃষ্ণপ্রসাদ আসিল।
সখী সঙ্গে রাধা তবে ভোজন করিল।।
সপ্ত দণ্ডে রাই পুনঃ করিলা শয়ন।
উঠি দশ দণ্ড অভিসার আয়োজন।।
সঙ্কেত কুঞ্জেতে যেতে লাগে দুই দণ্ড।
দ্বাদশ দণ্ডেতে কুঞ্জে উপস্থিত হই।।
ত্রয়োদশ দণ্ডে সেবে তাম্বূল চন্দন।
কৃষ্ণসঙ্গে রাসলাস্য লয়ে সখীগণ।।
রাসাদি কৌতুকে তবে চারি দণ্ড যায়।
সখীগণ মেলি রাধা কৃষ্ণ গুণ গায়।।
প্রেম রঙ্গে রাধা কৃষ্ণ আনন্দিত মনে।
কুঞ্জেতে শয়ন করে সেবে সখীগণে।।
অষ্টাদশ দণ্ডে পুনঃ কুণ্ডেরে বিহার।
নানা পুষ্প বেশ হয় নানা অলঙ্কার।।
কুসুম যুদ্ধেতে একদণ্ড পরে যায়।
পুষ্প সজ্জাপরে দুঁহে শয়ন করায়।।
ঊনবিংশ দণ্ডে পুনঃ ভোজন বিলাস।
তাহে বৃন্দাদেবী আদির মনেতে উল্লাস।।
বিংশ দণ্ডে রাধা কৃষ্ণ করেন বিলাস।।
চারিদণ্ড বিলাসেতে দোঁহার উল্লাস।।
চতুর্ব্বিংশ দণ্ডে নিদ্রা যায় দুই জনে।
দুইদণ্ড কুঞ্জনিদ্রা আনন্দিত মনে।।
ষড় বিংশে কুঞ্জ ভঙ্গ বিরহ ভাবনা।
পরস্পর সুধালাপ সপ্রেম জল্পনা।।
এইরূপে দুই দণ্ড যাইতে যাইতে।
কুঞ্জ ছাড়ি রাধা কৃষ্ণ চলিলা গৃহেতে।।
দুই দণ্ডে আসি রাই যাবটে পশিলা।
মুহূর্ত্তেক রাত্রি ছিল সুখে নিদ্রা গেলা।।
রাধাকৃষ্ণ লীলা খেলা বর্ণন না যায়।
সংক্ষেপে কহিলু কিছু সেবার নির্ণয়।।
রাগানুগা হঞা কর সাধ্য সাধন।
সিদ্ধদেহে কর সদা মানসী সেবন।।
স্থুলদেহে কর সদা শ্রবণ কীর্ত্তন।
বৈধ ধর্ম্মে থাকি ধর্ম্ম করহ পালন।।
অতি শীঘ্র অপ্রাকৃত দেহ ব্যক্ত হবে।
স্থুললিঙ্গ দেহ ছাড়ি নিত্যসেবা পাবে।।
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যাঁর আশ।
চতুঃষষ্টী গুপ্ত সেবা কহে কৃষ্ণদাস।।
--ঃ ইতি রাত্রিলীলা সমাপ্ত ঃ--